এলোমেলো বৈশাখী ভাবনা

নন্দিনী হোসেন

১২ এপ্রিল ২০০৫

গিয়েছিলাম ছেলে মেয়ে দু'জন কে নিয়ে Royel Academy of Arts এ। সেখানে গত ২২ শে জানুয়ারী থেকে Exhibition চলছে TURKS, A Journey Of A Thousand Years,600-1600 আজ ১২ এপ্রিল ছিল শেষ দিন। সেই কবে থেকে যাবো যাবো করে যাওয়া আর হচ্ছিলই না। শেষ পর্যন্ত আজ শেষ দিন যাওয়া হলো। ভেবেছিলাম কত আর মানুষ হবে। হয়ত ফাঁকা ফাঁকা হলের মাঝে আরামেই দেখা যাবে। কিন্তু গিয়ে তো চক্ষুঁ চরকগাছ। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকাল ছ' টা পর্যন্ত চলে প্রতিদিন। ভাবলাম আস্তে ধীরে দশ টার দিকে রওয়ানা দিলেই হবে। কিন্তু গিয়ে দেখি টিকেটের লাইন প্রধান গেট পেরিয়ে এঁকে বেঁকে মেইন রাস্তায় গিয়ে ঠেকেছে। ভাবলাম এই সেরেছে। ভিতরে আবার প্রবেশ করতে না অর্ধেক দিন পার হয়ে যায়। যাই হোক গান টান শুনে,ছেলে মেয়ের সাথে খুনসুটি করতে করতে ত্রিশ /চল্লিশ মিনিট সময় পার হয়ে গেলো। ভিতরে মোবাইল অফ করে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু আমার একটা মারাত্মক বদ অভ্যাস হলো,পুরোপুরি অফ না করে ভাইব্রেশনে দিয়ে হলে ও ব্যাগের ভিতর রেখে দেওয়া। এ নিয়ে অনেক কথা নিজের ছেলে মেয়ের কাছেই শুনতে হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর কাছে বাংলাদেশে sms ও দিলাম দু'টি। এ দিকে ভিতরে গিয়ে মাত্র দেখা শুরু করেছি কি করি নি,ব্যাগের ভিত র উত্তাল পাতাল শুরু হলো। একটু যে সরে নীরিবীলি হব,তার ও উপায় নেই। চলছে তো চলছেই। কোন মতে মানুষের ভীরের মধ্যেই ব্যাগের মুখটা খুলে অফ করতে হলো। বিকাল হয়ে গেলো দেখা শেষ হতে হতে। ক্ষিধার জ্বালায় আর কোনকিছুতেই মন বসছে না। কোনমতে দু'টা বই আর চারটা পোষ্ট কার্ড কিনে বের হওয়া গেলো। দেখেশুনে একটা রেষ্টুরেন্টে খাবার অর্ডার দিয়ে মোবাইল টা অন করে দিয়ে যেন বাঁচলাম। ভাবখানা এমন যে দুনিয়ায় এ ক'ঘন্টায় না জানি আমার অজান্তে কত কি ঘটে গেছে !সুইচ অন করলেই হুড়মুড় করে সব মোবাইলে এসে যাবে আর কি !যা হোক। দুনিয়ার খবর না পেলে ও,voice mail পেলাম দুটি। আমার দল বলের একজন অধীর হয়ে জানতে চেয়েছে,পহেলা বৈশাখ যে আর দু'দিন পর তা আমার মনে আছে নাকি ভুলে মেরে দিয়েছি! এতক্ষনে ব্যাগের ভিতর মোবাইলের উথাল পাথাল অস্থির অবস্থার রহস্য পরিষ্কার হলো।

আজ ১২ ই এপ্রিল। বাংলা নব বর্ষের আর মাত্র দু'দিন বাকী। আমরা যারা পরবাসে গড়েছি নিজের আবাস,তাদের কাছে পহেলা বৈশাখ আসে আর ও কদিন পর। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা মত সপ্তাহ দু'সপ্তাহ পর কোন এক উইক এন্ডে। গত বেশ ক'বছর ধরে লন্ডনের বাংলা টাউন খ্যাত ব্রিক লেন সংলগ্ন আলতাব আলী পার্ক থেকে শুরু করে অন্য মাথায় এ্যালন গার্ডেন পর্যন্ত মহা ধুম-ধামের সংগে পালিত হয়ে থাকে বাংলা নব-বর্ষ,তথা বৈশাখি মেলা। রাস্তা ঘাট বন্ধ করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার বাংগালীর পদচারনায় মুখ রিত হয়ে উঠে। শুধু বাংগালী ই বা বলছি কেন,সাদা ,কালো কোন চামড়ার

লোক ই সরে থাকতে চায় না বাংগালীর এই প্রানের উৎসব থেকে। কিশোর দের গগন বিদারী বাঁশির শব্দে কান ঝালাপালা হবার যোগার হয়,তবু কেউ সে দিন প্রতিবাদ করে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত ভীরের মধ্যে ও তা উপভোগ করে।

মেলায় প্রানান্ত চেষ্টা চলে দেশীয় আদল দেওয়ার। খাবার দাবারে পান্তা ইলিশ থাকবে না তা কি হয়? প্রতিবার ই ভাবি এবার পান্তা খাবই খাব,কিন্তু গিয়ে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই পান্তা হাপিশ ! পারে ও বটে বাংগালীরা! গতবার একটি ছেলে (হয়ত,পান্তা ষ্টলের মালিক)প্রান খোলা একটা হাসি দিয়ে বলেছিল,পরের বার আগে ভাগেই এসে খেয়ে নেবেন আপা। শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলাম। দেখি ! কত টা আগে ভাগে আসতে পারি । সমস্যা হয়েছে আমি তো আর একা না। সংগের সব লট বহর কে নিতে গিয়ে ই তো যত দেরী! যত ই প্ল্যান করি একটিবার একা একা মজা করে ঘুরবো,কিন্তু তা আর হয় কই। মেলার তারিখ আসার সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই সাজ সাজ রব পরে যায়। ঘন ঘন ফোন বেজে উঠে। সব ঠিক আছে তো ? হুম ! ঠিক আছে,ঠিক আছে জপতে জপতে সারাটা সপ্তাহ পার করতে হয়। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর আকূল আখংকা সবার মধ্যে। স্বার্থপর হতে তাই বাধে।

দেশ ছেড়েছি আজ বহুদিন। কত বৈশাখ আসে যায়,বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে আর বৈশাখ দেখা হয় না। কোন ভাবেই এই সময়ে যাওয়া টা কখন ই আর হয়ে উঠে নি। কত কথা,কত স্মৃতি জীবনের প্রতি টি পরতে পরতে জমে উঠে। কিছুই হেলায় ফেলা যায় না। মায়া হয়। কোথায় যেন টান লাগে। মনে আছে সেই সব দিনের কথা,পহেলা বৈশাখের সকাল থেকে কোন মতে মা'কে ম্যানেজ ট্যানেজ করে নানা সব অনুষ্ঠানে,মেলায় ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি। আগে থেকে টাকা পয়সা যোগাড়ের তোড় জোড়। কত তুচ্চ সব জিনিষ পত্র নিয়ে মহানন্দে বাসায় ফেরা। কি কি আগে ভাগেই বাসায় ফেরার আগে লুকিয়ে ফেলতে হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা। যেন কতই মহার্ঘ ধন হাতের মুঠোয় নিয়ে দিগ্বিজয় করে ফিরেছি। তখন ও পান্তা কালচার আজকের মত এমন বিপুল বিক্রমে আধিপত্য বিস্তার করেনি। মাত্র শুরু হয়েছে বলা যায়। নানা জন নানা কথা বলছে। সত্যি বলতে কি আমার নিজের কাছে ও ব্যাপার টি অদ্ভুত লাগতো। মনে হতো সংস্কৃতির নামে এটা যেন শহুরে মানুষের এক ধরনের ভন্ডামী। যা হোক। এখন আর সে মনোভাব নেই। সময়ে সব ই সয়ে যায়।

দেশে এখন পহেলা বৈশাখ অনেক ব্যাপক ভাবে পালিত হয়। প্রতি বছর যেন তার বিশালতা বেড়েই চলেছে। মানুষ সারাদিন ধরে প্রানের সাথে প্রান মেলাতে ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পরে। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সেদিন ভয় ভাবনাহীন চিত্তে সামিল হয় প্রানের মেলায়। তবু এখানে কিছু আশংখার কথা ব্যক্ত করতেই হয়। আমাদের রাজনৈতিক দল গুলো এবং তার নেতা নেত্রীরা ক্ষমতার স্বার্থে যে ভাবে একটি দলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন,বিশেষ করে সরকারী দল,তাতে করে সূচঁ হয়ে ঢুকা কীটেরা ফাল হয়ে বের হবে এক দিন। এই দেশের আত্মার সাথে মিশে থাকা তার নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি কে ধ্বংস করার নানা গোপন এবং প্রকাশ্য পাঁয়তারা চলছে। এদের ব্যাপারে সচেতন সবাইকে সাবধান হতে হবে। এ দিনে আর কোন আশংখার কথা উচ্চারন করতে চাই না। শুধু একটাই অনুরোধ যেখানে যত বাংগালী

আছেন,নিজেকে অন্তত বাংগালী মনে করেন, ঐক্যবদ্ধ হোন সবাই। কোন ভাবেই যেন এই সব পরগাছারা আমাদের আবাহমানকালের সংস্কৃতি ধ্বংস করতে না পারে।

ভালো থাকুন সকলে। শুভ নব বর্ষ ।